R.N. No.2532/87 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে
বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৪৯ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে বৈশাখ, ১৪১৯
২রা মে ২০১২
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

অফিসের আলমারি থেকে ফাইল বার করা নিয়ে দালালের সাথে কর্মীর হাতাহাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের মধ্যে সম্প্রতি একটা বাইরের লোককে ঘিরে হাতাহাতি চলে। জানা যায়, লোকটি বহুদিন ধরেই ঐ অফিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তার মাধ্যমে নাকি বহুজনের বহু অবৈধ কাজ বখরা মতো অনেকদিন ধরেই হয়ে আসছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, লোকটির নাম রেন্টু সেখ। বাড়ী জামুয়ার অঞ্চলের বাড়ালা গ্রামে। তার নামে বেনামে ঐ অঞ্চলের বি.ডি.ও. প্রথমে ডিপ স্যালো চলছে। এর মধ্যে নিয়ম মতো সরকারী মিটার বসিয়ে টাকা জমা দিয়ে দুটোর বেশী নয়। বাকী সব অন্যের জমিতে বন্দোবস্ত নিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে চলছে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মীদের পকেট ভারি করে বলে খবর। ঘটনার দিন রেন্টু অফিসের আলমারি খুলে নিজের প্রয়োজনে একটা ফাইল খুঁজতে শুরু করলে দু'একজন অফিস স্টাফ আপত্তি জানান। এই নিয়ে রেন্টু সেখের সঙ্গে তাদের বচসা শুরু হয় অফিসের মধ্যে। শেষে দু'পক্ষের হাতাহাতিতে অফিসের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অফিসে চিৎকার-চেঁচামেচিতে গ্রাহকদের মধ্যে (শেষ পাতায়)

অভিভাবকদের কোপে পড়ে পার্শ্ব শিক্ষক হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ৯নং খোজারপাড়া প্রাইমারী স্কুলে গত ২৪ এপ্রিল চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান পরীক্ষা চলছিল। সেখানে কয়েকজন পরীক্ষার্থী নিজেদের মধ্যে খাতা দেখাদেখি করলে ডিউটিরত পার্শ্ব শিক্ষক সোলেমান মীর ৬ জনের খাতা কেড়ে নেন। কিছু সময় পরে খাতাগুলো তাদের ফেরতও দেন। পরীক্ষার্থীরা যথারীতি পরীক্ষা দেয়। এই ঘটনার জেরে ঐ দিন রাতে খোজারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা পার্শ্ব শিক্ষক সোলেমান মীরের বাড়ী চড়াও হন জনৈকা ছাত্রী নুরী খাতুনের বাবা মিঠুন সেখ ও তার দু'ভাই ধুলিসার ও পরিষ্কার। কেন পরীক্ষার খাতা কেড়ে নেওয়া হলো তার কৈফিয়ৎ চান তারা। এই নিয়ে বচসা হাতাহাতিতে চলে আসে। হামলাকারীদের লাঠির আঘাতে সোলেমান মীর বিশেষভাবে আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাথায় কয়েকটি সেলাই পড়ে। সোলেমান জানান, তাঁর স্ত্রী ও ভাই হামলাকারীদের (শেষ পাতায়)

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুরের সুতি-১ ব্লকের আহিরন ব্যারেজ এলাকায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও এখনও নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। জানা যায় ঐ এলাকার রসুনপুর, বাঙাবাড়ী ও জলঙ্গাপাড়ার গ্রামবাসীদের একাট্টা প্রতিরোধে গত ১২ মার্চ ২০১২ বাউন্ডারী ঘেরার কাজ শুরুতেই বন্ধ হয়ে যায়। রাজমিস্ত্রি ও ঠিকাদার সুতী আউট পোস্টে পুলিশ বেষ্টনীতে আশ্রয় নেন। গ্রামবাসীদের পক্ষে সহায়তা করে বি.জে.পি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলে জানা যায়। এর প্রেক্ষিতে গত মাসে জেলা শাসক রাজীব কুমারের চেম্বারে এক সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপি অনড় থাকে। তারা কোন (শেষ পাতায়)

শ্রদ্ধায় ও স্মরণে দাদাঠাকুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের দাদাঠাকুর শিক্ষা নিকেতন শরৎচন্দ্র পন্ডিতের (দাদাঠাকুর) জন্ম ও মৃত্যু দিনকে স্মরণ করে স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যেয়। সেখানে দাদাঠাকুর শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও গীতিআলেখ্য 'দাদাঠাকুর কথামৃত' নিবেদন করে সাগরদীঘির সঙ্গীতচক্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের পুরপিতা মোজাহারুল ইসলাম, স্থানীয় বিধায়ক মোঃ সোহরাব, থানার আই.সি লোকমান হোসেন প্রমুখ।

ছাত্রীর পা ধরে শিক্ষিকাকে ক্ষমা চাইতে হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল বিল্ডিং-এর সকালের সেকশনে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সাথী দাসকে শাসন করায় শিক্ষিকা বিষ্ণুপ্রিয়া দাসকে ছাত্রীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হলো। স্কুলে প্রবেশ করে বাধ্য করলেন ছাত্রীটির বাবা ফাঁসিতলা মালপাড়ার জনৈক নারায়ণচন্দ্র দাস। খবর ২৬ এপ্রিল তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সাথী প্রত্যেক দিনের মতো ক্লাসের শৃংখলা ভাঙ্গলে ক্লাস শিক্ষিকা বিষ্ণুপ্রিয়া দাস তাকে শাসন করেন। ছাত্রীটি (শেষ পাতায়)

গৃহবধূর মৃত্যুতে এলাকা থমথমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার হাঁসুপুর গ্রামে গত সপ্তাহে পঞ্চমী মন্ডল নামে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়, মাস তিনেক আগে এই থানার বাসুদেবপুর গ্রামের পঞ্চমীর সঙ্গে হাঁসুপুর গ্রামের দিনমজুর পরিবারের পবন মন্ডলের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পণস্বরূপ নগদ আঠারো হাজার টাকা ও তিন ভরি গয়না সহ বাসনপত্র দেন (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯ই বৈশাখ বুধবার, ১৪১৯

বাতের মালিক আর ভাতের মালিক

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাড়ী নাই, ঘর নাই, খাবার নাই। ঐ সব অঞ্চলের লোকজন যারা "পেটে খিদে মুখে লাজ" এই দোটানায় পড়ে এখনও ইজ্জতের ভয় করছে, ১০ টাকার জিনিষ ২ টাকায় বাধা দিয়ে কিম্বা বিক্রী ক'রে ছেলে-পিলের মুখে এক মুষ্ট দিচ্ছে। যারা এই দুর্দিনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিনই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা অন্যের দ্বারস্থ হ'য়ে যাঞাকেই একমাত্র দিনপাতের পন্থারূপে গ্রহণ করেছে। যে যাকে মুরুব্বি ব'লে জানে তার কাছে গিয়ে দুঃখ দৈন্যের কথা জানিয়ে কি করবে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছে। মুরুব্বি মশায়রা আবার দুরকমের। এক দল নিজের ক্ষমতা গোপন না রেখে "আমি কি করতে পারি" এই সরল সাফ জবাব দিচ্ছে ; আর একদল নিজেদের কিম্মত ও হিম্মত প্রকাশ্যে না জানতে দিয়ে কেউ লাট সাহেবকে জানিয়েছি, কেউ মন্ত্রীকে জানিয়েছি, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করেছি বলে নিজেদের সর্ব শক্তিমত্তার একটুও খাটো না হ'তে দিয়ে ফাঁকা স্তোক বাক্যে এই সব অর্দ্ধমৃত সর্বহারাদের নেতৃত্বের দাবি এখন ত্যাগ করতে রাজি না হ'য়ে কথার জোচ্চরি ও দোকানদারী দ্বারা টালবাহানা করে কেবল দিনের পর দিন মানুষকে আশার ফাঁকা আশা দিয়ে মুরুব্বিয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে।

বিপন্নের দলের দাবি এদের কাছে এইটুকু–যখন যা বলেছেন তাই তারা করেছে, যাকে ভোট দিতে বলেছে তাকেই দিয়েছে। আবার যখন যা বল্‌বে তাই করবে, যাকে ভোট দিতে বল্‌বে তাকেই দিবে।

হায়রে ! এই যে কথার সওদাগরেরা মানুষকে কথার ফাঁকা চটকে ভুলিয়ে রাখে তারা ভেল্কীওয়ালা চেয়েও সেয়ানা। এদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে –

নিতে পারি, যেতে পারি, দিতে পারি না,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।

একটা গল্প আছে – এক সময় এক ধনীর বাড়ীতে এক. বাইজীর নাচ হচ্ছিল। বাইজী একটী দুটি ক'রে ১৪টি গান গাইলে। গানগুলি বড়লোকটীর খুব ভাল লাগায়, প্রত্যেক গানের শেষে ১০০০্ হাজার রূপেয়া বকশিস্ হুকুম করেন। পরদিন প্রাতে বাইজী যখন হুজুরের কাছে ১৪০০০্ চৌদ্দ হাজার টাকার দাবি জানালো, তখন হুজুর ও বাইজীতে নীচের লিখিত কথোপকথন হ'য়েছিল।

হুজুর–ক্যা বাইজী ক্যা বাস্তে ?

বাইজী–চৌদেঠো গাওনাকে বাস্তে চৌদে হাজার বখশিস্ কে লিয়ে আয়ী থী।

হু–গাওনা কোন্ চিজ বাইজী ?

বা–মুকা বাৎ–সুর সে তাল সে বোলনা।

হু–হাম, তোমারা মুকা বাৎসে খুসী হুয়ে থে। যব এক এক গাওনাকা বাস্তে হাজার হাজার রূপেয়া বক্‌শিস্ শুনায়া তব তুমহারী দিল খুস নাই হুয়া ?

বা–বেসক্ ।

হু–তোম্ হামকো বাৎসে খুসি কিয়া–হাম তোমকো বাৎসে খুসি কিয়া–লেনা দেনা ক্যা হায়।

হে দুঃখী নিরন্নের দল ! তোমরা এটা জেনে রেখো যে তোমাদের ভোটও যেমন মুখের কথা ওদের স্তোক বাক্যও তেমনি মুখের কথা। তোমরাও বাক্যের দ্বারা ওদের খুসী করেছ, ওরাও বাক্যের দ্বারা তোমাদের ভুলিয়ে রাখছে। ওরা বাতের কর্তা ভাতের কর্তা নয়।

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি।'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

অবিভক্ত বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত সম্পদ ছিল বাউল-ফকিরী - দরবেশী - ভাটিয়ালী - কৃষ্ণকীর্তন, পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন - যাত্রা - পাঁচালী - কবিগান - রামপ্রসাদী - শ্যামা সঙ্গীত - টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল। এছাড়া মার্গ সঙ্গীত তো ছিলই। বাংলা টপ্পাগানের কথা বললে রামনিধি গুপ্তর কথা এসে পড়ে। তিনি পরিচিত ছিলেন 'নিধুবাবু'

(৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব

দুটো ছবি

আপনার পত্রিকার ২১ মার্চ সংখ্যায় মানিক চট্টোপাধ্যায়ের পত্র প্রসঙ্গে জানাচ্ছি ত্রুটিটা আমারই। আমার সদ্য প্রকাশিত বই "পুরানো সেই দিনের কথা"-র কভারে ছাপা দুটো ফটোর পরিচিতি দেওয়া যে আবশ্যিক - একথা আমার মনে আসেনি। সামনের কভারের ছবিটা জঙ্গিপুর দেওয়ানি আদালতের ১৯৪৫-এ তোলা একটা ফটো। তুলেছিলেন আমার অগ্রজ প্রয়াত অশোক রায়। পিছনের কভারের ছবিটা আরও প্রাচীন। নেতাজির বঙ্গপরিক্রমাকালে ১৯৩৯ সালে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের বালির চরে যখন তাঁর সভা হয় তখন ঐ সভার আগেই হোক্ বা পরেই হোক্ স্থানীয় দেশবন্ধু পাঠাগারে নেতাজিকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব [নবনীতা দেব সেনের পিতা]। ফটোটা তুলেছিলেন থানাপাড়ার রাজেন সাহা – এ তল্লাটে তখনকার একমাত্র ফটোগ্রাফার। স্বাধীনতা-সংগ্রামী বিজয় কুমার ঘোষালের পুত্র প্রয়াত সুধীর কুমার ঘোষালের সৌজন্যে প্রাপ্ত ঐ ছবি বছর ২০/২২ আগে স্থানীয় একটা পাক্ষিক পত্রিকায় ['বাণীকণ্ঠ] প্রথম ছাপা হয়েছিল।

এসব তথ্য আমার বই-এ থাকলে ভালো হত। না থাকাতে পত্রলেখক ছাড়াও অনেকে ছবি দুটি সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। তাঁদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি – মুদ্রিত ছবিতে সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা [ডানদিক থেকে] ১ম বিজয় ঘোষাল [আংশিক দেখা যাচ্ছে]। ২য় সর্বময় সরকার। ৩য় সৈয়দ আবদুর রহমান ফিরদৌসি। [খোসবাসপুর] ৫ম ব্যোমভোলা সেন। ৬ষ্ঠ প্রাণগোপাল চ্যাটার্জি। ৭ম তারাপদ দাস। নেতাজির সঙ্গে পিছনে বসে আছেন ১ম দ্বিজপদ চ্যাটার্জি। ২য় নেতাজি। ৩য় নরেন্দ্র দেব। ৪র্থ প্রদ্যোৎ সাধু। পিছনে দাঁড়িয়ে ১ম শ্যামাপদ মুখার্জি। ৩য় রোহিনীকুমার রায়। ৪র্থ ব্যোমকেশ ঘোষ। ৫ম অমর রায়। ৬ষ্ঠ সাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম। অন্যান্যদের পরিচয় জানা যায়নি।

– আশিস রায়, রঘুনাথগঞ্জ

রবীন্দ্র চর্চার খোলা হাওয়া

সাধন দাস

মনে করা যাক, 'রবীন্দ্রনাথ' নামে কোনো কবি কোনোদিন জন্মান নি। ওদিকে মেঘনাদ বধ আর এদিকে বনলতা সেন। মাঝখানটুকু একেবারে ফাঁকা। বড় গাছটা না থাকায় উনিশ শতকের গীতিকবির দল মাচার উপর পুঁইশাকের মতো লকলকিয়ে উঠতো ! আমরা পেছন ফিরে দেখতাম– ঈশ্বর গুপ্তের পৌষপার্বন, পাঁঠা, আনারস থেকে আজ অব্দি বাংলা সাহিত্যের বাগানে শুধুই ঝোপঝাড়, কাঁটালতা আর মাথার উপর ধু ধু করা রুক্ষ রোদ্দুর। তাহলে কোথায় দাঁড়াতাম আমরা ? রৌদ্রদগ্ধ, যন্ত্রণা জর্জর এই জীবনের মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে আমাদের প্রলম্বিত পথ চলার ক্লান্তি দূর করতো কে ? দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তানটির জন্মই যদি না হত, তাহলে আমাদের জীবনবোধের ক্ষুদ্র পরিসরটুকুকে আদিগন্ত ব্যাপ্ত করে দিত কে ?

যদি বলি, ডাকঘর, রক্তকরবী নামে কোনও নাটক লেখাই হয়নি কোনোদিন, তবে আমাদের রুগ্ন অমল কার প্রত্যাশায় জানলার পাশটিতে বসে থাকত ? কোন্ সুধা তাকে রোজ রোজ ফুল জুগিয়ে যেত ? নন্দিনীরা কোন রিক্ত মাঠে পৌষের গান গাইতে গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, খুঁজেই পেতাম না কোনদিন।।

রবীন্দ্রনাথ না থাকলে মিনির সঙ্গে রহমতের যে কোনোদিন দেখাই হত না, পোস্টমাস্টারের প্রতি নিষ্ফল অভিমানে বালিকা রতনও কেঁদে কেঁদে

(৩য় পাতায়)

ভাল বাসা ভালোবাসাতেয়

রবীন্দ্র মোহন বনিক

চাল মাপার যন্ত্র আছে ,
ডাল মাপার যন্ত্র আছে ;
আছে কেরোসিন, সরষে তেল
মাপার যন্ত্র।
যন্ত্র নাই মাপার শুধু মৃত্যুর।
হার্টের মৃত্যু, ষ্ট্রোকের মৃত্যু ,
বিষমদ খেয়ে মৃত্যু ,
গুলি খেয়ে মৃত্যু ও চপারের আঘাতে মৃত্যুর।।
মৃত্যু শুধু বলি, লিখি মোরা
নিজ নিজ দৃষ্টি কোণে।
বিশ্বাসের ওজন যাচাই করি মোরা
ঠেকে, দেখে অভিজ্ঞতার যন্ত্রে।
শীত - গ্রীষ্মের তাপ মাপি, জানি
পারদ যন্ত্রে।
শরীরের তাপ মাপি থার্মোমিটারে ;
রক্তের চাপ হিষ্টোলিক, সিষ্টোলিক দেখি
হাতে বাঁধা ইলেকট্রনিক ব্যান্ডে।
ঈশ্বরের ওজন আছে কি – নাই
পরীক্ষা করে দেখছি
ভূতলে সর্নের গবেষণাগারে।
ভাল বাসার ওজন বুঝি
প্রলয়, বিপর্যয়ের পরেও
যখন আবার একই রূপে
ফিরে আসে মোদের মন - কারাগারে।।

মে দিনের শপথ

ধুর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়তো সেদিন ছিল বসন্তের শেষ,
কিংবা নিদাঘের দীপ্রদাহ দিন ;
ঝরে ছিল, ঝলকে ঝলকে রক্ত পলাশ
বিবর্ণ 'মাটির' পরে রক্তের আলপনা।

দগ্ধ তাম্র বৈশাখী বাতাসে ছিল মিশে
শোষণের স্বেদরেণু, তাপ উত্তাপ
চেতন-স্ফুলিঙ্গে দীপ্ত সুপ্ত দাবানল
নীল দীগন্তে তার ব্যাপ্ত প্রতিভাস্।

শ্রমিকের উদ্যত মুষ্টি, উচ্চারিত
কঠিন শপথ ঃ
শুধু কাজ নয়, চাই তার নির্দিষ্ট সময়।
শোষণ পেষণে শীর্ণ লাখো শ্রমিকের
জীর্ণ পাঁজরায় ধ্বাত জীবনের গান।

অনেক রক্তের মূল্যে কেনা অধিকার,
স্বেদ অশ্রুতে সিক্ত পরম সম্পদ।
অঙ্গীকৃত, মে দিনের লাল ইস্তাহার
মেহনতী শ্রমিকের ঐক্য সংহতি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতার অবতারের অপমৃত্যু নেই

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে নিই আমি বৈষ্ণব নই, শাক্ত। ঐ সব ভেদাভেদের কুসংস্কার আমার নাই। এটাই জানি, সবাই এক। ~~গত দোল পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় দুটি লেখা পড়ে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। অগণিত নীরব বৈষ্ণব ও ঈশ্বর ভক্তদের ব্যথার কথা ভেবে দু-একটি কথা বলবার তাগিদ অনুভব করলাম। শ্রদ্ধেয় শিবশঙ্কর ভারতী ও সুমন গুপ্ত সব ছেড়ে তথাকথিত "গবেষণামূলক" লেখা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিয়ে কেন লিখতে গেলেন কিছুটা বুঝতে পারছি।~~ অনেক পত্রিকায় আজকাল শুধুমাত্র ~~এইরকম~~ হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকেই ধরে ধরে আঘাত করে রক্তাক্ত ও হাস্যাস্পদ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়, কেউ প্রতিবাদ করেনা বলে এবং কোনও পাল্টা আক্রমণের ভয় নেই বলে। এই ধরনের লেখা বা গানের ক্যাসেট যদি অন্য ধর্মের মহাপুরুষদের বা আইকনদের নিয়ে কেউ বানালে বা লিখলে তার পরিণতি ২৪ ঘন্টার মধ্যে তসলীমার মতো হবে, না হয় প্রাণটাই যাবে। এটা পরীক্ষিত। তাই বাঘ নয়, ছাগ বলিই চলুক। ~~আলোচিত লেখা দুটিতে প্রচুর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে পদগুলি। কিছু অর্বাচীন লেখকের কথাও বলা হয়েছে।~~ প্রমাণ করার চেষ্টা ~~হয়েছে~~ মহাপ্রভু সাধারণ মানুষ ছিলেন, তাই জন্ম-মৃত্যুও সাধারণ। শ্রীকৃষ্ণর কথাও এসেছে। প্রভুর মৃত্যুটা নাকি রহস্যময় খুনের ব্যাপার। অলৌকিকত্ব ~~দাগিয়ে~~ দেবার চেষ্টা, সত্যের অপলাপ। ~~অবে চালাকি করে নিজেদের ঘাড় থেকে বিনয়ের সঙ্গে লাঙ্গলটা নামিয়ে দিতেও লেখকরা ভোলেননি।~~ (~~.....চলবে~~)

গানের.....(২য় পাতার পর)

হিসাবে। নিধুবাবু ছাড়াও শ্রীধর কথক, লালচাঁদ বড়াল, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি শিল্পীর সুনীত টপ্পাগান বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ। পরবর্তীকালে চন্ডীদাস মাল, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় , শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলার টপ্পাগানের ধারাটি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন।

দাদাঠাকুর অনেক গানের রচয়িতা। বিভিন্ন ধরনের গান তিনি লিখেছেন। বাংলার লোকায়ত গানের সুরের ঝর্ণাধারায় সেই গানগুলি স্নাত। আবার দাদাঠাকুর তাঁর অনেক গানে টপ্পার আঙ্গিকেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই ধরনের কিছু গানের কথা উল্লেখ করছি।

সপ্তমী পুজোর দিন দাদাঠাকুর কোলকাতায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে। বিকেল বেলায় বহু নিমন্ত্রিত লোক। কোলকাতার সব বিশিষ্ট ব্যক্তি। উপস্থিত আছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু।

সেখানে দাদাঠাকুরের গান ঃ

দুটো মনের কথা বলি তোরে
ও মা জগদম্বে !
বল্ দেখি এই দীনের দুঃখ
কোন্ কালে মা কমবে ?
.....
.....
শুনো মাগো দশভূজা
আমি যেদিন করব তোমার পূজা
সেদিন নামবে মা অভাবের বোঝা
লক্ষ টাকা জমবে। (নির্মলের মতো)

গানটির পরতে পরতে টপ্পার চলন। সুরের বৈভব। ব্যঙ্গ রসের মধ্যেও প্রাণের আকুতি। এ এক অসাধারণ সৃষ্টি।

আবার, 'উকিল খোঁজে মোকদ্দমা
কোকিলে বসন্ত চায়।
অগ্রদানী বামুন খোঁজে
কোনখানে কে গঙ্গা পায়।।
সাধু খোঁজে সৎ সঙ্গ
চোরে খোঁজে ধন সম্পদ
তালেগোলে গোলেমালে
হাটের ন্যাড়া হুজুক্ চায়।।
.....
.....
ভক্ত খোঁজে রাধাকিষ্ট
ধনী খোঁজে আয়রন চেষ্ট
নেতা বলে আমি শ্রেষ্ঠ
নিত্যই হোক্ আমার জয়।।

কী অসাধারণ তাঁর সুর সংযোজনা। যেমন শব্দের চয়ন তেমনই সুরের ক্ষিপ্রতা।

'আহা গিন্নী কী দেখিলাম চোখে।'

এই গানটিতে বাংলার টপ্পাগানের নির্যাস প্রত্যেকটি কথায়। যেমন সুর, তেমনই তালের চলন। কথা এখানে সুরকে আড়াল করেনি। কথার বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় সুর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডানা মেলেছে।

শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন ঃ 'দাদাঠাকুরের এমন কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর গান আছে, যেগুলির রচয়িতা তিনি কিন্তু লেখক আমি। তিনি অবলীলাক্রমে একটির পর একটি চরণ বলে যেতেন, আর আমি লিপিবদ্ধ করতাম।..... ..... গানগুলির শব্দসম্ভার এমনই রসসম্পৃক্ত যে, কেউ যদি শুধু আবৃত্তি করে যায় , তাহলেও সে শ্রোতাদের কাছে বাহবা পেতে পারে।'

এই দাদাঠাকুর যাত্রার দলের গান থেকে কবি – ঝুমুর পর্যন্ত গেয়ে শোনাতেন।

'যাত্রার দলের অভিনয় দেখতে গিয়ে তিনি সমগ্র পালাটির অধিকাংশ গানের কথা ও সুর কণ্ঠস্থ করে এনেছেন।'

গত তেরই বৈশাখ তাঁর জন্মদিন চলে গেল। এই দিনটিতেই তাঁর আবির্ভাব, আবার তিরোভাবও এই দিনেই। দাদাঠাকুর বিভিন্ন ধরনের গানের মাধ্যমে সমাজকে দেখেছিলেন; দেখেছিলেন যুগযন্ত্রণাকে। সমাজের শোষণ - বৈষম্য – সবকিছুই তাঁর গানের কথায় চলে এসেছে। 'আমাদের রঙ্গভরা বঙ্গদেশে' দাদাঠাকুরের গান এক পরম সম্পদ।

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ , দরবেশপাড়া নিরঞ্জন ভকতের বাড়ী সংলগ্ন আড়াই কাঠা জায়গা বিক্রি আছে। যোগাযোগ ঃ ৯৪৭৫৬৭৭৯৭১, ৯৪৩৪৮৫১৭৪০, ৯৯৩২৪৫০০৫০

রবীন্দ্র চর্চা.....(২য় পাতার পর)

বেড়াত না। গিরিবালা, চন্দরা, রাইচরণ, চারুলতারা চিরকাল ঘুমিয়ে থাকত অলিখিত কোনো অন্ধকারে। তাতে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হতো আরামপ্রিয় ভেতো বাঙালির ? মেট্রোরেল, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া,বইমেলা নিয়ে মহানগরীর চেকনাই কিছু কমত কি ? না, বাইরের চেহারাটা হয়তো কিছুই বদলাতো না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে বাঙালির মন ও মনন অন্ততঃ দু'শো বছর পিছিয়ে থাকত। কেন না, আমাদের হৃদয়ের অসংখ্য নিরুদ্ধ ভাব গুমরে গুমরে উঠত মনের ভেতরেই, বাণীরূপ পেত না কোনোদিন !! তিনি না থাকলে এই জড়যন্ত্রণা থেকে কোনকালেই মুক্তি পেতাম না আমরা এক উন্মুক্ত মহাকালিক চেতনায়। ডাল-ভাত-শুক্তো-চচ্চড়ি আর দশটা পাঁচটা বাঁধা রুটিন ছাড়াও যে আরেকটা অন্তহীন অধরা জগৎ আমাদের গায়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, আমাদের অকারণে উন্মনা উদাসীন করে আর মাঝে মাঝে কেমন অকারণ কান্না পায় – সেই কান্নার স্বরূপকে কেমন করে শনাক্ত করতাম আমরা, যদি 'গীতবিতান' নামে কোনও গানের বই-ই কোনোদিন না–লেখা হত ? বৃষ্টিস্নাত বিষন্ন বিকেলের যে এক নিজস্ব ভাষা থাকে, শ্রাবণ নির্ঝরিত সঘন গহণ রাত্রির যে এক অলক্ষ্য মর্মবেদনা থাকে, তাকে কে উদ্ধার করত, যদি তিনি তাঁর নির্জন তানপুরায় সেই সুর সেধে না রাখতেন !!!

প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিকথা না হয় না-ই রইল, আমরা কোনো মূল্যেই হারাতে চাইব না তাঁর 'গানের ভুবনখানি'। তিনিই তো আমাদের দিয়েছেন এত বড়ো ছড়ানো আকাশ আর এক অনন্ত জীবনের স্বাদ। মাথার উপর থেকে যদি রবীন্দ্রনাথ সরে যান তাহলে উন্মুক্ত আকাশটা যখন ছোট হতে হতে বুকের উপর চেপে বসবে, তখন বাঁচার বিশল্যকরণী আর কে এনে দেবে আমাদের ?

(অফিসে হাতাহাতি..............................১ম পাতার পর)

কৌতূহল বাড়তে থাকে। রেন্টু সেখ তেড়ে তেড়ে মারতে আসে অফিস কর্মীদের। শেষে উমরপুরে ডিভিশনাল ম্যানেজারকে সমস্ত ঘটনা জানানো হলে তিনি একজন এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ারকে তদন্তে পাঠান রঘুনাথগঞ্জ অফিসে। পুলিশেও খবর যায়। এরপর সবাই চুপচাপ। ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে নতুন লাইন বা ইনড্রাসট্রিয়াল লাইন চালু নিয়ে দুর্নীতি ব্যাপকভাব চলছে। সেখানে নতুন কানেকসানের জন্য ৫.০০ টাকার ফরম ১০০ টাকায় বিক্রী হচ্ছে বলে এক কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেন। বিতর্কিত রেন্টু সেখের ডিপ স্যালোর একাধিক লাইনের ব্যাপারে অবিলম্বে তদন্ত প্রয়োজন বলে জামুয়ার এলাকার লোকেরা দাবী তোলেন। এত দিন কংগ্রেস ও সি.পি.এমের ছত্রছায়ায় থেকে রেন্টু সেখ বর্তমানে তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মী বলে জানা যায়।

(পার্শ্ব শিক্ষক...................................১ম পাতার পর)

বাধা না দিলে ওরা ওখানেই তাকে মেরে ফেলতো। সোলেমান আরও জানান, রঘুনাথগঞ্জ থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ মন্তব্য করে, মাথা ফেটেছে মার্ডার তো হয়নি। এরপর পুলিশ গ্রামে যাবার আগেই হামলাকারীরা গা ঢাকা দেয় বলে খবর।

(আলিগড় ....১ম পাতার পর)

মতেই ওখানকার ধানী জমি নষ্ট করে নির্মাণ কাজ হতে দেবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। অন্যদিকে বাম ডান প্রত্যেক দলের প্রতিনিধি অবিলম্বে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরুর দাবী তোলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর সাথে দেখা করবেন বলে খবর।

(গৃহবধূর মৃত্যু....................................১ম পাতার পর)

পঞ্চমীর বাবা-মা। মৃতা পঞ্চমীর মা বাসুতি মন্ডল পুলিশকে অভিযোগ করেন, বিয়ের কয়েকদিন পর থেকেই শ্বশুরবাড়ীর লোকজন পঞ্চমীর ওপর মানসিক ও শারীরিক হেনস্থা শুরু করে। বাবা-মার অবস্থার কথা চিন্তা করে পঞ্চমী টাকা চাওয়ার প্রতিবাদ করে বার বার। এই ঘটনা চরমে উঠলে তাকে গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পঞ্চমীর স্বামী পবন তার বাবা অক্ষয় ও আরো তিনজনের নামে লিখিত অভিযোগ আনেন বাসুতি মন্ডল। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বর্তমানে উধাও।

(ছাত্রীর পা ....১ম পাতার পর)

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে যায়। পরদিন ছাত্রীর বাবা নারায়ণচন্দ্র দাস ও তার স্ত্রী স্কুলে চড়াও হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে গালিগালাজ করেন। এরপর ছাত্রীর পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। আর এতে ইন্ধন যোগান স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ কর্মকার। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিকা চোখ মুছতে মুছতে বাড়ী চলে যান। এই খবর ঐ চত্বরে ছড়িয়ে পড়লে কয়েকজন এর প্রতিবাদ করেন। কেন স্কুল চলাকালীন বাইরের লোককে দিয়ে শিক্ষিকাকে অপমান করানো হল প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চান। এবং ছাত্রীটিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার দাবী তোলেন। ২৮ এপ্রিল ছাত্রীটির বাবা কৃতকর্মের জন্য শিক্ষিকার কাছে ক্ষমা চান বলে খবর।

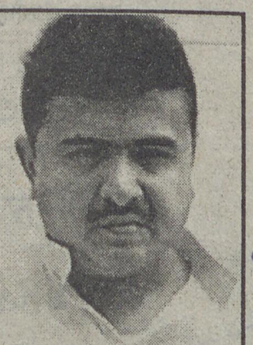

মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে
সোনার বাংলা গড়তে
মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস ১ম জেলা সম্মেলন
তারিখ : ৬ই মে, ২০১২ সময় সকাল ১০টা
স্থান: বাসুদেবপুর
প্রধান বক্তা : শ্রী মুকুল রায় (কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী)
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী (সাংসদ, সভাপতি পঃ বঃ প্রদেশ তৃণমূল যুব কংগ্রেস)
শ্রী মদন মিত্র (মন্ত্রী পঃ বঃ সরকার)
শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস (মন্ত্রী পঃ বঃ সরকার)
হাজী নুরুল ইসলাম (সাংসদ)
শ্রী অর্ঘ্য রায় প্রধান (বিধায়ক কার্যকরী সভাপতি, পঃ বঃ প্রদেশ তৃণমূল যুব কংগ্রেস)
শ্রী সুব্রত সাহা (মন্ত্রী পঃ বঃ সরকার)
শ্রীমতি সাবিত্রী মিত্র (মন্ত্রী পঃ বঃ সরকার)
শ্রী আশীষ ব্যানার্জী (বিধায়ক)
মহঃ আলি সভাপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস
এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন প্রদেশ ও জেলার নেতৃবৃন্দ।
সভায় সভাপতিত্ব করবেন উৎপল পাল, সভাপতি মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস।

সৌজন্যে :

সুনীল চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।